67

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রদল নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে প্রক্টরের পদত্যাগের দাবী আড়াল করা যাবে না

—এ্যানি

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেলসহ কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা দায়েরের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দিয়ে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল প্রক্টরের পদত্যাগের দাবীকে আড়াল করা যাবে না। বিবৃতিতে তিনি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেল, সহ-সভাপতি আবদুল খালেক, মঞ্জুর-ই-এলাহী, সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন রানা, যুগ্ম সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টুসহ ১২ জন ছাত্রদল নেতার নামে শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়েরের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, রাউফুন বসুনিয়া, বাবলু, মাইনুদ্দীন, জেহাদ, মুনির, ডাঃ শামসুল আলম খান মিলনের রক্তস্নাত ক্যাম্পাসে বিশ্ব বেহায়া ও ঘৃণ্য মানসিকতাসম্পন্ন এরশাদের/পাপের ফসল সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের পদলেহী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল প্রক্টর নূরুন্নবীর সহযোগিতায় বিচরণ করছে। দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তি ও সাধারণ ছাত্ররা তা মেনে নিতে পারে না। আর এই '৯০-এর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্রদল গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করে। কিন্তু খুনী হাসিনার ষড়যন্ত্র ছিল ভিন্ন, আর তাই হাসিনাপন্থী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী-দালাল প্রক্টর নূরুন্নবীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম আহবায়ক সেলিমুজ্জামান সেলিম, কেন্দ্রীয় সদস্য মোস্তফা খান সফরী, ছাত্রনেতা মাহমুদ বাবুল জহিরসহ ১০ জন ছাত্রনেতাকে আহত করে, অপরদিকে আহত করে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতা চুন্নুকে।